খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের
১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র
খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1 ● Issue-15 ● Bardhaman ● 15 January, 2024 ● Rs. 2.00 ● (Four Pages) Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

রাম চট্টখুণ্ডী (জন্ম ঃ ২৩ জানুয়ারি, ১৯৩৩, মৃত্যু ঃ ১৩ জানুয়ারি,২০২৪)

● চলে গেলেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ও ছড়াকার রাম চট্টখুণ্ডী। জন্ম ২৩ জানুয়ারি,১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে,হুগলী জেলার গুড়াপ গ্রামে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বর্ধমানের একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে শনিবার ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। শনিবার বিকেল ৫ টা ১৫ মিনিট নাগাদ তাঁর মরদেহ গুড়াপের বাড়িতে এসে পৌঁছায়। অসংখ্য গুণমুগ্ধ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন।'সন্দেশ', 'শুকতারা', 'কিশোর ভারতী' সহ বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছেন তিনি। তাঁর প্রকাশিত হাসির গল্পের বই 'দ্রৌপদী দাদুর দ্বাদশী' ও ছড়ার বই 'বিদূষক'। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

● বিলকিস বানো মামলায় ধর্ষকদের মুক্তির নির্দেশ বাতিল করল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, দোষী সাব্যস্তদের মুক্তি দেওয়ার এক্তিয়ারই ছিল না গুজরাত সরকারের।

● স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবসে ধনেখালির রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সারদা আশ্রমে বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন গুড়াপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নিরন্তরানন্দজী মহারাজ।

● বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এবছরও জামালপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সাহায্যের হাত' পাশে গিয়ে দাঁড়াল আরও কিছু শীতার্তদের পাশে। শুক্রবার বেরুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ১৫০জন শীতার্ত মানুষের হাতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সাহায্যের হাত' এর পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হল কম্বল। 'সাহায্যের হাত' - এর এই জনহিতকর কাজে উচ্ছ্বসিত এলাকাবাসী সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষজন।

(এরপর চারের পাতায়)

পূর্ব বর্ধমান জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জামালপুরে চাঁদের হাট

ইসরাইল মল্লিক ঃ "ভাষা শিখবো, বই লিখবো" - এই আঙ্গিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের উদ্যোগে সপ্তম পূর্ব বর্ধমান জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জামালপুর নেতাজী এ্যাথলেটিক ক্লাব ময়দানে। বুধবার জামালপুরের নেতাজী এথেলেটিক ক্লাব ময়দানে আয়োজিত বইমেলার উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক সুনীতি মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী,পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার,সহকারী সভাধিপতি গার্গী নাহা,জেলা পরিষদের মেন্টর উজ্জ্বল প্রামাণিক, অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রসেনজিৎ রায়,এসডিও বর্ধমান দক্ষিণ কৃষ্ণেন্দু মন্ডল,জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল, সাংসদ সুনীল মন্ডল, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি,জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর স্বাতী রায়, জামালপুর থানার ওসি নীতু সিং, জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথি দে,জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক,

সহ সভাপতি ভুতনাথ মালিক এবং জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।এদিন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, "শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বই পড়তে ভালবাসে।এখনকার ছেলেরা বই পড়তে চায় না।মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটারে অভ্যস্ত।কম্পিউটার, ল্যাপটপ দেখে কেউ সাহিত্যিক হয় নি, ডাক্তার হয় নি, ইঞ্জিনিয়ার হয় না, বিজ্ঞানী হয় নি।বই ছাড়া মানুষ অনেকটা জল ছাড়া মাছের মত।এখন সব বাংলা বই এর পরিবর্তে ইংরাজি বই পড়ে।বাঙালিরা বাইরে বেরিয়ে নিজেদের মধ্যে বাংলা ভাষায় কথা না বলে ইংরাজি ও হিন্দি ভাষায় কথা বলতে বেশী আগ্রহী। বাংলা কেন অবহেলিত হবে? এভাবে চললে ভুলে যাবেন বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। বাড়ির বাচ্ছাদের ওষুধ খাওয়ানোর মত করে বই গেলাতে হবে। বই মেলবন্ধন সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে।" এদিন বইমেলার অনুষ্ঠানে জেলাশাসকের অনুপস্থিতি এবং সরকারি আধিকারিকদের মঞ্চ ত্যাগ করে চলে যাওয়া নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী। তিনি বলেন,"জেলার বইমেলা। কিন্তু মঞ্চে জেলা শাসক নেই।থাকা অবশ্যই দরকার ছিল। তিনি জেলার প্রধান,কিন্তু জেলার বইমেলায় মঞ্চে তাকে দেখতে পেলাম না।সরকারি অনুষ্ঠানে জেলা শাসক থাকাটা অতি গুরুত্বপূর্ণ।" রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী আরও বলেন, "বই ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ছেলে মেয়েদের এমন ভাবে মানুষ করুন যাতে তারা বই লিখতে পারে। বই আমাদের সম্পদ। বই বাদ দিয়ে বাঁচা অসম্ভব। বই বিবেককে খুলে দেয়। লেখা পড়ার কোনো বিকল্প নেই। আমরা মডেল লাইব্রেরী করছি যাতে বই আপনাদের কাছে অতি সহজে পৌঁছে যায়। ভাষা শিখবো, বই লিখবো এটা আমাদের সকলের অঙ্গীকার হোক।" উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের পরিচালনায় এবং জামালপুর ব্লক ও জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় বুধবার ১১ জানুয়ারি সপ্তম পূর্ব বর্ধমান জেলা বইমেলার সূচনা হয় জামালপুর নেতাজী মাঠে।এই মেলা চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত।বইমেলায় কলকাতার বিভিন্ন নামি দামী পাবলিশারদের স্টল যেমন রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন হস্তশিল্প, প্রসাধনী শিল্প এবং খাবারের স্টলও রয়েছে বইমেলা প্রাঙ্গণে।এছাড়াও বইমেলায় প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ধনেখালির সভা থেকে বিকল্প রাজনীতির বার্তা দিলেন নওসাদ সিদ্দিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধনেখালির সভা থেকে বিকল্প রাজনীতির বার্তা দিলেন নওসাদ সিদ্দিকী!শুধু নির্বাচনে জেতার জন্য নয়, সমাজ

পরিবর্তনের লক্ষ্যে আইএসএফ রাজনীতির ময়দানে এসেছে।বুধবার হুগলির ধনেখালি বিধানসভার মাকালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বড় কাকুড়িয়ায় এক সমাবেশে এই কথা বলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।তিনি বলেন, "বিকল্প রাজনীতির সন্ধানে আমাদের নিরন্তর পথচলা।" এই প্রসঙ্গে তিনি স্বাস্থ্য ও চাকুরি পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিছু বিকল্পের দিশারও সন্ধান দেন। তিনি বলেন, "এই বিকল্পের কথা বলছি বলেই শাসকদল আমাদের নামে কুৎসা রটাচ্ছে।" আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, "২০১১ সালে মুসলমানরা বিপদে আছে বলে এই রাজ্যে মূলত মুসলমানদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল। ঐ

(এরপর তিনের পাতায়)

বাম ছাত্র যুবদের দখলে ভরা ব্রিগেডে বক্তব্য রাখছেন মীনাক্ষী মুখার্জি।

ধনেখালিতে ধুন্ধুমার ! বিজেপির ডেপুটেশন ঘিরে ধনেখালি বিডিও অফিস চত্বরে চরম উত্তেজনা! বিজেপি-পুলিশ ধ্বস্তাধ্বস্তি !

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

খবর সোজাসুজি

Volume-1 Issue-15 15 January 2024

দুর্নীতির দাপাদাপি

সময়টা বড় অস্থির। চারিদিকে শুধু হাহাকার। দিন দিন বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরির আশ্বাস যেন সোনার পাথর বাটি। ডবল ডবল চাকরির গালভরা কথা শুনতে ভালো লাগলেও আজও বাস্তবায়িত হয়নি। আবার দু'এক জায়গায় মাঝে মধ্যে নিয়োগ হলেও স্বচ্ছতার বড় অভাব,যোগ্যরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে বঞ্চিত।সর্বত্রই টাকার খেলা। কি রাজ্য,কি কেন্দ্র, বেকারদের নিয়ে ভাববার কারো কোনো সময় নেই।ভোট এলেই কেবল মেলে প্রতিশ্রুতি।কাজের কাজ কিছুই হয় না। নেই কোনো নতুন শিল্প,গড়ে উঠছে না নতুন কল কারখানা।আবার বন্ধ কল কারখানাগুলো খোলার সরকারি কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। সরকারি টাকায় মন্দির হচ্ছে কিন্তু বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য নতুন কল কারখানা স্থাপনের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। নেই সরকারি চাকরি। তাহলে বেকাররা করবে কি ? হতভাগা বেকাররা কি এবার ঐ সব নবনির্মিত মন্দিরের সামনে থালা হাতে বসে ভিক্ষা করবে ! আবার একথাটাও ভেবে দেখার বিষয়। সরকারি টাকায় মন্দির হচ্ছে ভালো কথা,কিন্তু ঠাকুর খাবে কি ? দিন দিন তো বেহাত হয়ে যাচ্ছে দেবোত্তর সম্পত্তি ! বিএলএন্ডএলআরও অফিসের সৌজন্যে অসাধু উপায়ে ছয়কে নয়,আর নয়কে ছয় তো অনেকেই করছেন। ওয়াকফ সম্পত্তি এবং দেবোত্তর সম্পত্তিও বাদ যাচ্ছে না এই সব অসাধু ব্যক্তিদের হাত থেকে।ঠাকুরের সম্পত্তিও লুট হয়ে যাচ্ছে। দেখার কেউ নেই। প্রশাসন নীরব।সব জেনে শুনেও না জানার ভান করে বসে আছে।ফলে দুর্নীতিবাজদের দাপাদাপি আরও বাড়ছে। অন্যদিকে বেকারদের কাজের জন্য ছুটতে হচ্ছে ভিন রাজ্যে। কাজের তাগিদে দেশের গন্ডি পেরিয়ে বাধ্য হয়ে বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছেন অনেক শ্রমিক। পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। খেলা আর মেলা নিয়েই সরকার ব্যস্ত।বেকারদের কথা ভাববে কে! সাদা ওএমআর শিট জমা দিয়েও চাকরি পাবার নজির সামনে আসছে। আর যোগ্য প্রার্থীরা চাকরির আশায় রাস্তায় বসে আছে। আর নিয়োগ না হলেও বছরে একবার করে চাকরির ফর্ম বিক্রি করে বেকারদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আয় করছে সরকার। এটাও কি এক ধরনের দুর্নীতি নয় ? আবার সেটিং এর অভিযোগও প্রায়শই শোনা যাচ্ছে। পরীক্ষার আগে থাকতেই হয়ে যাচ্ছে সেটিং। টাকাই এখানে মুখ্য,মেথা গৌণ। বড়,মেজ,সেজ,ছোট অধিকাংশ নেতারাই দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত।নিয়োগ দুর্নীতির দায়ে মন্ত্রী থেকে বিধায়ক,অনেকেই এখন জেলে। এখন লাখ নয়, কোটিতে হিসেব। কোনো নেতার বাড়ি থেকে পাওয়া যাচ্ছে একশো কোটি, তো কারও বাড়ি থেকে পাওয়া যাচ্ছে পাঁচশ কোটি। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, অন্যান্য রাজ্যেও এই ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ যেন দুর্নীতির কম্পিটিশন চলছে।কে কত বড় চোর সেটা দেখাতেই ব্যস্ত সবাই।আমার আপনার কথা ভাববে কে !

মোবাইল

বিজন গঙ্গোপাধ্যায়

এত কথা ছিল পেটের মধ্যে;
এত কথা ছিল মনে ?
মোবাইল এসে সব কথাগুলো
বের করে দিল টেনে !
হাটে মোবাইল,ঘাটে মোবাইল,
মোবাইল ঘরে-বাইরে ;
'হ্যালো'... 'হ্যালো'.. রবে কাঁপে ত্রিভুবন
তবু নিস্তার নাইরে !
হাতে ছিপ নিয়ে ধরছে সে মাছ,
মোবাইল তার কানে;
মাছের সঙ্গে বলছে কি কথা ?
যদি টোপ ধরে টানে !
পুজোয় বসেছে পুরুত-ঠাকুর,
মোবাইল তার বাজে ;
পুজোর মন্ত্র চুপ্ হয়ে যায়
'হ্যালো'র মন্ত্র মাঝে !
চলতে চলতে;চালাতে চালাতে,
পায়দলে কিবা গাড়িতে ;
দুর্ঘটনায় পড়ে, তবু নারে
মোবাইলটি ছাড়িতে !
বিজ্ঞানী দিল তার উপহার,
মানুষের হাতে তুলে ;
মানুষ আনলো অপব্যবহার।
নিজের বুদ্ধি ভুলে !!

মিলে মিশে থাকা

পার্থ পাল

আমাদের এখানে যেমন ইলিশ ; শীতের দেশে তেমন সলমন মাছ। কয়েক বছর আগে সুমেরু বৃত্তের একটি দেশে অন্যান্য মাছের সাথেই সলমন মাছেরও অকাল দেখা গেল। কারণ খুঁজতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা ডগলাস ফির নামের বিশ্বের উচ্চতম গাছগুলি কেটে ফেলাকে দায়ী করলেন। জানা গেল, তুষারপাতের সময় গাছগুলির ঘন পাতারা অনেকাংশে বরফ কুঁচোকে আটকিয়ে দেয়। ফলে গাছটির নিচের অংশ থাকে আরামদায়ক ও নিরাপদ। এই সময় মাছেরা জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ডগলাস ফিরের বিশাল ছায়ায় আশ্রয় নেয় ও প্রাণে বেঁচে যায়।

প্রাণে বাঁচতে বমি খায় খরগোশেরা। ঘাস পাতা চেবানোর পর সেই চর্বিত অংশ ওদের দেহের মধ্যে থাকা একটি অঙ্গে পড়ে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। সেখানে থাকে ব্যাকটেরিয়া। যারা ওই খাদ্যটিকে হজমের উপযোগী করে তোলে। ঘাস হলো সেলুলোজ সমৃদ্ধ খাদ্য। তা হজমের পক্ষে কষ্টকর। তাই সব তৃণভোজী প্রাণীরাই এইভাবে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে নেয়। যেমন গরুর পাকস্থলীতে চারটি প্রকোষ্ঠ। ওরা ঘাস,পাতা খাওয়ার পর তা প্রথমে পৌঁছায় রুমেন নামের পাকঘরে। সেখানে থাকে সেলুলোজ হজমে সহায়ক গ্রাম পজিটিভ ব্যাক্টেরিয়া রুমিনোকোকাস ফ্ল্যাভিফেসিয়েন্স। খাবার কিছুটা পরিপাক হলে তা আবারও চলে যায় মুখগহ্বরে। গরু তখন আবারও চেবায় আয়েশ করে। যাকে আমরা ' জাবরকাটা' বলি।

বৃহৎ প্রাণী তিমি বা বাঘেদের নিয়ে আমরা যতই মাতামাতি করি না কেন উদ্ভিদের সাহায্য ছাড়া তাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। সমুদ্রের জলে থাকে সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্যাওলা - ফাইটোপ্লাংটন। এরা সূর্যের আলো, জল আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে খাদ্য তৈরি করে। তারপর শিকার হয় ছোট ছোট প্রাণী ও মাছেদের। ছোট মাছেদের খায় বড়রা। বড়দের খায় আরো বড়রা। এভাবেই খাদ্য-খাদক সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকে ফাইটোপ্লাংটন ও তিমি মাছ। একই চিত্র স্থলভাগেও। ঘাসের পুষ্টি পৌঁছে যায় বাঘ, সিংহ ও বাজপাখির শরীরে।

শরীর থাকলে খাদ্যেরও প্রয়োজন। কিন্তু সেই খাদ্যেও কত বৈচিত্র! সাপের সামনে মাংসের স্তুপ পড়ে থাকলেও সেটা সে ছোঁবে না। তার চাই জ্যান্ত শিকার। অন্যদিকে শিকার করা ধাতে নেই কাকেদের। পড়ে থাকা,বাসি খাদ্যেই তাদের রুচি। বিড়াল আর ইঁদুরের সম্পর্ক সাপ ও নেউলের

মতো আড়াআড়ি হলে কী হবে, বিড়াল ভুলেও ছুঁচোর দিকে থাবা বাড়াবে না। ফনা তুলবে না কেউটেও। ওদের জন্য আছে দাঁড়াস সাপ। ভাগ্যিস খাদ্যরুচির এত্ত তফাৎ, নইলে এক খাবারেই হামলে পড়ত সবাই।

একটি বড় বটগাছের দিকে তাকালে দেখা যাবে তা যেন পশুপাখিদের একটি বহুতল আবাসন। কী অদ্ভুত তাদের বাসস্থান বিন্যাস। একেবারে গোড়ায় চরে বেড়াচ্ছে মোরগ, হাঁস, ইঁদুর,খরগোশ। গাছের কোঠরে গুটিয়ে থেকে বিশ্রাম নিচ্ছে সাপ। তার উপরেই বিভিন্ন উচ্চতায় আছে চড়াই, শালিক, টিয়া, কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, দোয়েল,ফিঙে, বক, প্যাঁচা আর একেবারে শীর্ষে গম্ভীরভাবে বসে রয়েছে চিল। এদের খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন ; তাই শিকার ভিন্ন ; তাই বিশ্রামস্থানও ভিন্ন। এই ভিন্নতাকে সম্বল করেই বটগাছেতে বাস করেছে প্রায় তিনশ প্রজাতির পোকা ও পাখির দল। আবার এদের সকলের মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে পিঁপড়ে, পোকা আর মাটিতে মিশে থাকা ব্যাকটেরিয়ারা। পচা দেহই যে এদের সুস্বাদু খাদ্য। এরা না থাকলে মাটি উর্বর হতো না মোটেই। গজিয়ে উঠত না নতুন উদ্ভিদ। বৃক্ষ না থাকলে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদরা বাঁচত কেমন করে! কেমন করে অর্কিডদের সৌন্দর্যে আমরা মোহিত হতাম! কিছু পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ গাছের শাখা থেকে পুষ্টি চুরি করলেও সকলে তা করে না । বেশিরভাগ পরাশ্রয়ীরাই বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি খুঁজে নেয়। এবং আশ্রয় পাওয়ার কৃতজ্ঞতায় বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে বৃক্ষ শাখাটিকে।

বৃক্ষশাখায় যে অসংখ্য ফুল ফুটে থাকে, পরাগমিলন ছাড়া তা ফলে পরিণত হয় না। এজন্য বৃক্ষ ভীষণভাবে প্রাণী জগতের কাছে নির্ভরশীল। এবং এই মহতী কাজটি নিরন্তর করে চলেছে মৌমাছি, ভ্রমর, প্রজাপতি, টুনটুনি, চড়ুই পাখি এমনকি ইঁদুর, ছুঁচোও। এক্ষেত্রেও রয়েছে সুচারু বিন্যাস। মৌমাছি যে ফুলে বসবে,প্রজাপতি তাকে ঘুরেও দেখবে না। আবার অন্য ফুলের ক্ষেত্রে ঘটবে উল্টোটা। যে ফুলের পাপড়ি ছড়ানো এবং পুংকেশর, গর্ভকেশর বাইরে থাকে তা পছন্দ প্রজাপতির। অন্যদিকে নলাকার ফুল মৌমাছির জন্য নির্দিষ্ট। যে ফুলের মধুর নাগাল এদেরও ক্ষমতার বাইরে তার জন্য রয়েছে সরু ঠোঁটের মৌটুসি। পশু-পাখি, উদ্ভিদ একে অন্যের সঙ্গে এভাবে খাপ খাইয়ে মিলেমিশে থাকে বলেই বোধ হয় প্রকৃতির কোলে এত শান্তি।

আমরাও তো শান্তিতে থাকতেই চাই।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল আইজেএ'র বনভোজন ও মিলন উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শতবর্ষ প্রাচীন সাংবাদিক সংগঠন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে গত রবিবার ৭ জানুয়ারি বর্ধমান শহরের অদূরে উপবনে শান্ত স্নিগ্ধ আনন্দঘন পরিবেশে আইজেএ'র সদস্য ও তাদের পরিবার ও আত্মীয়দের নিয়ে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল বনভোজন ও মিলন উৎসব।জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগঠনের সদস্য সাংবাদিকরা তাদের পরিবার নিয়ে যোগদান করেন এই মহতী অনুষ্ঠানে।সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া, হইহুল্লোড়,ফটোশুট এর সঙ্গে কথায় কবিতায় গানে জমজমাট বনভোজন।এই উপলক্ষ্যে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন,সমাজসেবী সফিকুল ইসলাম, ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি তথা জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য তারকনাথ রায়, পূর্ব বর্ধমান জেলা

কমিটির সভাপতি স্বপন মুখার্জী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত ভাষণ দেন আইজেএ'র পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরূপ লাহা। অতিথিদের সকলেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সাংবাদিকদের নিত্যদিনের কাজের মাঝে সপরিবারে আনন্দঘন এই ধরনের আয়োজনের দরকার আছে। যে আনন্দযজ্ঞে তাঁরাও মিলিত হতে পেরে আনন্দিত। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন অহংজিৎ বসু, অন্বয়জিৎ বসু, অহনদীপ লাহা, শিবম রায়, উদিত সিংহ, আমিনুর রহমান, শুভেন্দু সাঁই, অতনু হাজরা এবং জয়তী ভৌমিক।অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে অতিথিদের একটি স্মারক মেমেন্টো তুলে দিয়ে সম্মানিত করা হয় এবং অতিথিদের হাত দিয়েই ইংরেজি ২০২৪ সালের ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়।সংগঠনের একটি শুভেনিয়ারও এদিন প্রকাশ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেন ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য ও জাতীয় কমিটির সদস্য জগন্নাথ ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য আমিনুর রহমান ও জয়ন্ত দত্ত সহ জেলা কমিটির অন্যান্যরা। এদিন সাংবাদিক ও তাদের আত্মীয় পরিজনদের ১৫৩ জন বনভোজনে অংশ গ্রহণ করেন। সারাদিনের আনন্দময় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে সকলেই খুশিতে আপ্লুত।

স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ধনেখালি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত ভাস্তাড়া সিরিষতলা থেকে খানপুর জৌগ্রাম মোড় পর্যন্ত সাইকেল র‍্যালিতে ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র !

(প্রথম পাতার পর) ধনেখালির সভা থেকে বিকল্প রাজনীতির বার্তা

পথে ২০১৪ তে বিজেপি হিন্দুরা বিপদে আছে বলে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়েছিল।কিন্তু তাতে তো বিপদ কাটেনি, বরং উভয় সম্প্রদায়ই আজ গভীর সঙ্কটে।'' তিনি বলেন, ''আসলে গোটা দেশের আপামর জনগণ আজ চরম বিপদে। রুটি রুজিতে টান পড়েছে। পেট্রল ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে।'' নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, ''এই রাজ্যে মুসলমান - দলিত - আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের ধাপ্পা দিয়ে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দান খয়রাতি করে মানুষের অধিকারের কথা ভুলিয়ে দিতে চাইছে তারা।ওরা যত ভুলিয়ে দিয়ে চাইবে,আমরা ততই মানুষকে অধিকারের কথা মনে করিয়ে দেবো। আমরা তাই জনগণকে বলি, অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন।সংবিধান পড়ুন।'' পাশাপাশি, ধর্ম নিয়ে যারা ভোট লুঠতে চাই তাদের সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেন তিনি।আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ,গণতান্ত্রিক সরকার গড়ার জন্য তিনি মানুষকে জোটবদ্ধ হবার আহ্বান জানান।

ধনেখালির মাকালপুরের বড় কাকুড়িয়ায় আইএসএফ আয়োজিত এই জনসভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি ও রাজ্য কমিটির সদস্য লক্ষীকান্ত হাঁসদা সহ জেলা ও ব্লক নেতৃবৃন্দ।বিশ্বজিত মাইতি বলেন, ''আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ফ্যাসিবাদী বিজেপি ও দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনগনের জোট গঠন করতে হবে। সাজানো অ্যাজেণ্ডাকে সরিয়ে রেখে সাধারণ মানুষের অ্যাজেণ্ডাকে সামনে রেখে নির্বাচনী সংগ্রামে নামতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।''

আমূল মিষ্টি দই বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল পূর্ব বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলায় আমূল মিষ্টি দই বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল পূর্ব বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।পূর্ব বর্ধমান জেলার দুটি ভিন্ন ব্লক থেকে খাদ্যে বিষক্রিয়ার প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া গেছে।যেখানে একটি নির্দিষ্ট খাদ্য আইটেম রয়েছে। যেমন ইন্ডিয়ান ডেয়ারি প্রোডাক্টস লিমিটেড, বাঁকুড়া দ্বারা তৈরি মিষ্টি কার্ড, যার ব্র্যান্ড নাম ''আমুল মিষ্টি দই'' এবং ব্যাচ নং KPV3653 সংক্রমণের উৎস বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। সংগৃহীত এই জাতীয় একটি খাদ্য আইটেমের মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষায়, স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াসকে অপরাধী হিসাবে পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে আমুল মিষ্টি দই-এর সমস্ত পরিবেশক, খুচরা বিক্রেতাদের পূর্ব বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আমূল মিষ্টি দই (ব্যাচ নং - KPV3653) বিক্রি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এটি একটি জরুরি জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশ। এই নির্দেশ না মানলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

একটি মানবিক আবেদন .....

লাল্টুদার বাড়ি হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত খানপুরে। খানপুর সৎসঙ্গের কাছে রাস্তার ধারে পিডব্লুডি'র জায়গায় একটি ছোট চায়ের দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন লাল্টুদা। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। জমি জায়গা কিছুই নেই। লাল্টুদার স্ত্রী দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত। বর্তমানে তিনি কলকাতা টাটা মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসাধীন। লাল্টুদার (সেখ আয়নাল হোসেন) স্ত্রীর নাম সেখ সানোয়ারা বেগম,বয়স ৪৫ বছর। আগামী এক বছর ধরে তার চিকিৎসা চলবে টাটা মেডিকেল সেন্টারে।তার জন্য প্রয়োজন বিশাল অঙ্কের অর্থ। পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়।তাই যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি আর্থিক ভাবে সাহায্য করে পরিবারটির পাশে দাঁড়াতে চান তাহলে নিচের দেওয়া অ্যাকাউন্ট নম্বরে আর্থিক সাহায্য পাঠাতে পারেন অথবা টাটা মেডিকেল সেন্টার ট্রাস্টের নামেও চেক দিতে পারেন। প্রয়োজনে লাল্টুদার সঙ্গে কথা বলতে পারেন এই মোবাইল নম্বরে - **9083000670**
অ্যাকাউন্ট নং - **2380001700085381**
আইএফএসসি কোড - **PUNB0238000**
অ্যাকাউন্ট হোল্ডার - সেখ আয়নাল হোসেন
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, খানপুর শাখা।
আসুন, লাল্টুদার পরিবারের পাশে দাঁড়াই।ক্যানসারকে জয় করে নতুন জীবন লাভ করুক তার স্ত্রী। সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে লাল্টুদার স্ত্রীকে নতুন ভাবে এই পৃথিবীকে দেখার সুযোগ করে দিই..

নাম পরিবর্তন

I , Jiban Chandra Ghosh, S/O - Lakshman Chandra Ghosh , residing at Vill- Baidyapur,P.O- Chopa ,P.S - Gurap ,Dist- Hooghly,Pin- 712308 declared that Jiban Chandra Ghosh,Jiban Ch. Ghosh and Jiban Krishna Ghosh are same and one identical person vide affidavit No.72 dated 03/01/2024 Executive Magistrate 1 st court at Sadar, Hooghly.

I , Samar Kumar Ghosh, S/O - Lt .Kalipada Ghosh , residing at Vill- Katgora,P.O- Khanpur,P.S - Gurap ,Dist- Hooghly,Pin- 712308 declared that Samar Kumar Ghosh, Samarendra Nath Ghosh and Samar Chandra Ghosh are same and one identical person vide affidavit No.72 dated 06/10/2023 Executive Magistrate 1 st court at Sadar, Hooghly

গরিবি হটাতে ফুটবলে অসম লড়াই জাঙ্গিপাড়ার গৃহবধূ কবিতা সোরেনের

বিদ্যুৎ ভৌমিক ঃ কথায় আছে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে । কিন্তু আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে নামটি উঠে এসেছে সে আহামরি ঘরের মেয়ে নয়, তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত দুঃস্থ সাঁওতাল পরিবার থেকে উঠে আসা হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া ব্লকের অধীন রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হিজুলি গ্রামের তরুণী বধূ এবারের কন্যাশ্রী কাপে শ্রীভূমি এফ সি দলে ৮ নং জার্সিধারী রাইট উইং সাতাশ ছুঁই ছুঁই কবিতা সোরেন। কলকাতা ময়দানে খেলার ফাঁকে বাড়িতে উনানে আর পাঁচটি মেয়ের মতো রান্নার কাজে যেমন নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন,তেমনই আবার স্বামীর সঙ্গে কোদাল চালিয়ে আলু জমিতে চাষের পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তখনও একবারও মনে হয় না যে এই তো কদিন আগে কলকাতার কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে কন্যাশ্রী কাপে শ্রীভূমি এফ সি দলের হয়ে কবিতা আট আটটি হাড়হিম করা গোল করে নিজের দলকে চ্যাম্পিয়নের শিরোপায় ভূষিত করেছেন। এ তো অসম লড়াই। এখানেই কবিতার লড়াই জয়ী রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাহবা পাওয়ার কাজ করেছেন বঙ্গতনয়া কবিতা। গত মরশুমে কন্যাশ্রী কাপে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। এবারে শ্রীভূমি এফ সি দলকে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রীভূমি এফ সি শীর্ষে তারই ক্রীড়াচাতুর্যের দৌলতে। তার পা যেন কথা বলে। জাদু জানে। কথা প্রসঙ্গে তিনি খেলোয়াড় জীবনের পুরনো ইতিহাস তুলে ধরলেন। তিনি জানান, সাঁওতাল পরিবারের বউ ঘর থেকে ভোররাতে বেরিয়ে কলকাতা মাঠে গিয়ে ফুটবল অনুশীলনে মেতে থাকবে,এটা গ্রামের মানুষ এমন কি পাড়া পড়শিদের কাছে মনঃপূত নয় অর্থাৎ তারা মনে প্রাণে এটাকে মেনে নিতে পারেন নি। ঠারেঠোরে কথা চাউর হয়ে পাঁচ কান হয়। ২০১৬ সালে বিয়ের পর কবিতার শাশুড়ি পূর্ণিমা মুর্মু সর্বপ্রথম আপত্তি তোলেন খেলার ব্যাপারে। বাড়ির বউ ফুটবল খেলবে কি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।পূর্ণিমা দেবী জানালেন, ''বৌমা যখন প্রথম ফুটবল খেলতে যাবে বলেছিল তখন আমি বলেছিলাম ঘরের বৌ কেন খেলতে যাবে? তখন কবিতা বলেছিল আমাকে খেলতে না দিলে আমি থাকব না। তখন বুঝেছি বৌমা খেলা ছাড়া বাঁচবে না। আমার ছেলে নিরঞ্জয় আমাকে বুঝিয়েছে। তাই আমি মত দিতে বাধ্য হয়েছি।'' তবে কলকাতা পৌঁছানোর পথটা যে খুব মসৃণ ছিল না,তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন কবিতা। দুয়ারে বসে প্রতিবাদী কবিতা জানান, ''অনেক বাধা টপকে আজ এই জায়গায় এসেছি। কন্যাশ্রী কাপ ছিল বলে এত পরিচিতি পেয়েছি। এবার যদি একটা চাকরি পাই তাহলে খেলাটা চালিয়ে যেতে পারব। আমাদের নিজস্ব জমি জায়গা নেই। অপরের জমি লিজে চাষ করি। বাড়িটাও নিজের জায়গায় নয়। কলকাতা মাঠে খেলা না থাকলে বাড়ি ফিরে স্বামীর সঙ্গে মাঠে হাত লাগাই।সঙ্গে আমার আড়াই বছরের ছেলে সানি। কলকাতায় থাকাকালীন সানিকে আগলান আমার শাশুড়ি মা।'' কবিতা আরও জানান, ''কন্যাশ্রী কাপে দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে নজর কেড়ে নিজেকে প্রমাণ করে দেখিয়েছি। এবার আই ডব্লিউ এ-তে নিজেকে প্রমাণ করার পালা। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ন্যাশনাল খেলার। তাহলে স্বপ্ন সার্থক হবে।''

সদ্য আলু ক্ষেত থেকে ফিরে আসা ফুটবলার কবিতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তারই ভগ্নকুঠিরের উঠোনে বসে কলকাতা ময়দানে চলতি মরশুমে তার দাপিয়ে খেলার সুলুক সন্ধানে। মোদ্দা কথা, হিজুলির মতো প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে নিম্নবিত্ত সাঁওতাল পরিবারের এক পুত্রসন্তানের মা কবিতাকে খুবই কৃচ্ছসাধন করে ফুটবলের মক্কা কলকাতার ময়দানে পা রাখতে হয়েছে। আলাপচারিতায় তিনি তার ফুটবল জগতে বেড়ে ওঠার আদ্যোপান্ত সবিস্তারে বর্ণনা দিলেন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কবিতা মাধ্যমিক দেওয়ার পরই ফুটবল ময়দানে পদার্পণ তার বাবা বিমল সোরেনের হাত ধরে। বিমলবাবুই কবিতার ফুটবলে প্রেরণাদাতা বলা যায়। ছোট বেলা থেকেই অ্যাথলেটিকসে তার তালিম নেওয়া। সেই সময়েই সিঙ্গুরের নসিবপুরে এক কোচিং সেন্টারে বিনয় স্যারের অধীনে ফুটবলে মনোনিবেশ ঘটে। ২০১৪ সালে কলকাতা বারাসাত ক্লাবে ফুটবলে জয়যাত্রা শুরু। পরের দুবছর তালতলা দীপ্তি সংঘে তার খেলা মাঠ কাঁপিয়ে দেয়। সেই সুবাদে গত বৎসরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে সই করেন জাঙ্গিপাড়ার মেয়ে কবিতা। কন্যাশ্রী কাপে গতবারের চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। সেখানে তার পায়ের নটি গোল। এরপর চলতি মরশুমে শ্রীভূমি এফ সি দলে। এবারেও চ্যাম্পিয়নশিপের একটা সময় গ্রামের গরিবগুর্বো মানুষেরা কবিতার ফুটবল খেলাটাকে ভালো ভাবে নেয়নি। নিন্দুকেরা নিন্দা করতে ছাড়েন নি। আর এখন এই কবিতাই হিজুলি গ্রামের রোল মডেল। এখন গ্রামের খেলার মাঠে কবিতার সঙ্গে অনেক মেয়ে ফুটবল অনুশীলনে মেতে ওঠে । কবিতা এখন কলকাতা ময়দানে সুনামের সঙ্গে খেলছে। তাই তারাও স্বপ্ন দেখে কবিতার মতো কলকাতা ময়দানে খেলার। কিন্তু কবিতার আরো পরিচিতি চাই।স্থানীয় ব্লক ও পঞ্চায়েত প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব। কলকাতা ময়দানের ডাকাবুকো ফরোয়ার্ড কবিতা গ্রামের মানুষদের কাছে গুরুত্বহীন। কবিতার এই সাফল্যের পিছনে তার স্বামী নিরঞ্জয় মুর্মু (এক সময় কলকাতার সল্টলেকের সাই কমপ্লেক্সে আবাসিক ফুটবলার ছিলেন)-র অবদান অনস্বীকার্য। স্ত্রীর সাফল্যের খুশিতে ডগমগ হয়ে নিরঞ্জয় জানালেন যে, ''অনেক বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে আজ এই জায়গায় পৌঁছে সবার সমালোচনা বন্ধ করতে পেরেছি। আমি চাই কবিতা ফুটবলটা যেন না ছাড়ে। তাহলে আমাদের এই অজ গাঁয়ে এমন আরও অনেক কবিতা উঠে আসবে। সমাজে পরিচিতি পাবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে। গ্রাম খ্যাতির তকমা পাবে।''

নিজের জাত চিনিয়ে নিজের সাফল্যটাকে ধরে রাখতে কবিতা গভীর অনুশীলনে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে চলেছেন। প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচ সুজাতা করের অধিনে তার প্র্যাকটিসে তিনি নতুন করে আর এক কবিতাকে খুঁজে পেতে চাইছেন। সামনে মহিলা আই লিগ। এই টুর্নামেন্ট কবিতার কাছে মরণপণ যুদ্ধ। সে কারণে তার পারফরম্যান্সকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখতে কবিতা জেদী ও মরিয়া। কারণ তাকে এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। জাঙ্গিপাড়ার হিজুলির মতো প্রত্যন্ত গ্রামকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে তিনি দস্তুরমত জীবন বাজি রাখতে রাজি।কারণ সংগ্রাম তার অস্থিমজ্জায় মিলেমিশে একাকার

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

● জামালপুরে পূর্ব বর্ধমান জেলা বইমেলার উদ্বোধনী মঞ্চে অনুপস্থিত জেলা শাসক ! তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

● হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করছে বিজেপি ! বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে,হুগলিতে এবার প্রার্থী হতে পারেন প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল।লকেট চ্যাটার্জি প্রার্থী হতে পারেন বাঁকুড়া থেকে।

● শশাঙ্ক বিল বাঁচানোর দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বড়নীলপুর মোড়ে অনুষ্ঠিত হল প্রতিবাদ সভা।

● না ফেরার দেশে বেকেনবাওয়ার, শোকস্তব্ধ ফুটবল বিশ্ব।

● সংগীত জগতে নক্ষত্র পতন। উস্তাদ রশিদ খান প্রয়াত। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।ক্যানসারের মতো মারণ রোগের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। এর মধ্যেই আবার সেরিব্রাল স্ট্রোক।চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলেন না তাঁকে । মাত্র ৫৬ বছর বয়সে প্রয়াত উস্তাদ রশিদ খান । উল্লেখ্য দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ওস্তাদ রশিদ খান। এদিন বেলা ৩.৪৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।তাঁর প্রয়াণে অপরিণীয় ক্ষতি হয়ে গেল সংগীত জগতে।

● ১৮ জানুয়ারি থেকে সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা।উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।লিটিল ম্যাগাজিন সহ ছোট মাঝারি ও বড় প্রকাশকদের স্টল ও টেবিল মিলিয়ে মোট সংখ্যা এক হাজার। ২৪ জানুয়ারি প্রবীনদের নিয়ে উদযাপিত হবে চির তরুণ দিবস। মেলা চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

● ভারতীয় হজযাত্রীদের জন্য সুখবর। এবছর ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ভারতীয়র কোটা নিশ্চিত করল সৌদি আরব।

● নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পঞ্চমবারের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে শেখ হাসিনা।

● ডায়মন্ড হারবারের ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিরা বার্ধক্য ভাতা পেলেন ভালো কথা। কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য জায়গার ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের দোষ কি?এরা কবে পাবেন বার্ধক্য ভাতা? উঠছে প্রশ্ন।

● রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্য ওরফে ডাকু।

● প্রয়াত মেমারির প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক মহারাণী কোঙার। এলাকায় শোকের ছায়া।

● উত্তপ্ত সন্দেশখালি ! আক্রান্ত সংবাদমাধ্যম সহ ইডি আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ! তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ইডি অভিযান ঘিরে দুষ্কৃতী তান্ডব।

● ''এতকিছুর পরেও কাদের প্রশ্রয়ে,মদতে মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর ভাইপো এখনও নিরাপদে বাইরে আছে?'' , লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রসঙ্গে বিস্ফোরক সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

● বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের অন্তর্গত মাধবডিহি থানা এবং রায়না চক্রের আবগারি দপ্তরের যৌথ অভিযানে ছোটবইনান গ্রামে দেশি চোলাই মদের ঘাঁটি থেকে প্রায় ৪০ লিটার চোলাই এবং ২৩৬০ লিটার পচাই সামগ্রী উদ্ধার করে নষ্ট করা হয়।চোলাই মদের বিরুদ্ধে আগামী দিনেও নিয়মিত ভাবে এই ধরনের অভিযান চলবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

● বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর অফিসে ভাঙচুর! অভিযোগের তীর হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য তথা যুব তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক রুনা খাতুনের বিরুদ্ধে !

● লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ মেমারির রসুলপুর পোস্ট অফিসের বিরুদ্ধে ! ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়।

● ''যদি খোকাবাবু বাংলায় বিজেপির প্রজেক্টেড মুখ্যমন্ত্রী মুখ হন, অবাক হবেন না'', অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে নিশানা করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন অধীর চৌধুরী।

● ফুরফুরা হাই মাদ্রাসার নির্বাচনে কার্যত ধরাশায়ী তৃণমূল।সব আসনেই জয়লাভ করেছে আইএসএফ-সিপিএম জোট।শাসকদলের পরাজয়ে উচ্ছ্বসিত বিরোধীরা।

● হুগলির ফুরফুরার পর এবার মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির কুমারপুর নেসারুদ্দিন হাই মাদ্রাসার নির্বাচনে ভরাডুবি তৃণমূলের।সব কটি আসনেই জয়লাভ করল সিপিএম-কংগ্রেস জোট প্রার্থীরা।

● চলে গেলেন শিপতাই হাই স্কুলের প্রাক্তন করণিক এবং বিশিষ্ট সার্ভেয়ার পদ্মপলাশ কোলে।এলাকায় শোকের ছায়া।

● ''সবাইকে চাকরি করতে হবে তার মানে আছে?'', আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের তীব্র কটাক্ষ করলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com